দৈনিক সংবাদ

তারিখ 14 JUL 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

প্রসঙ্গ ঃ ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক

উম্মে হাবিবা সুমী

বর্তমান যে সময়টাকে আমরা অতিক্রম করছি সেখানে পারস্পরিক আস্থা আর বিশ্বাসের বড় আকাল। নৈতিক আর মানবিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্রমশ ধ্বংস হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অতি সাম্প্রতিক চিত্রটা পারস্পরিক আস্থাহীনতার সরাসরি উন্মোচন যা অনেক বছর ধরে লুকানো-চাপানো ছিল।

গুরুগৃহে অতিযত্নে ছাত্রকে জ্ঞানদান, শ্রদ্ধাবনতচিত্তে ছাত্রের জ্ঞান আহরণ আজকের বাস্তবতায় আমাদের অসম্ভব মনে হয়। এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক প্রতিদ্বন্দ্বী দু'-পক্ষের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ যখন তাঁদেরই দেয় শিক্ষায় শিক্ষিত (!) শেখ আনসার আলীর অনার্স সার্টিফিকেট বাতিলের দাবি করেন উক্ত ছাত্রের কৃত অপরাধের শাস্তি হিসেবে, যাতে করে তাঁদের হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার হয় (!) সার্টিফিকেট-এর মাহাত্ম্য কোথায়। যেখানে দেশের সেরা বিদ্যাপীঠে অবলীলাক্রমে শিক্ষককে অপমান করে, অস্ত্র দেখিয়ে সার্টিফিকেটসহ বুক উঁচিয়ে একজন ছাত্র ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসে সে দেশের ধ্বংসের আর বাকি থাকে না। শিক্ষক অপমানের গুরু অপরাধে সার্টিফিকেট বাতিল তাই আমার মতে অতি লঘুদণ্ড। সার্টিফিকেট-এর কাগজটি জ্ঞানার্জনের প্রমাণ স্বরূপ একটি প্রতীক, যা দিয়ে ভবিষ্যতে জীবিকা নির্বাহের উপায় হয়, অথচ যার অবকাঠামোগত ভিত্তি হল শ্রদ্ধার সাথে ছাত্রের জ্ঞানার্জন আর আন্তরিকতার সাথে শিক্ষকের জ্ঞানদান-এর প্রতিষ্ঠানটি। সার্টিফিকেট বাতিল করে একটা তাৎক্ষণিক ঘটনার প্রতিশোধ নেয়া হয় মাত্র, এর পেছনের প্রতিষ্ঠানটির পুনরুদ্ধার হয় কি?

আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ এমন শিক্ষা কেন দেন, যা আবার তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার দাবি করতে হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন অনেক শিক্ষক আছেন যাঁদের পাঠদান পদ্ধতিটাই এমন যে, যেন তাঁরা অনেক দূরের কোন নক্ষত্রলোকবাসী, মাঝে-মাঝে ক্লাসে পাঠদান করে আমাদের মত মর্ত্যলোকবাসীদের ধন্য করে দিয়ে তথায় আবার ফিরে গেলে বাঁচেন। যদিও এমন শিক্ষক-এর সংখ্যা অনেক নয় এবং যদিও অনেক অত্যন্ত ভালো ও শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষক আছেন, তারপরও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র আন্তঃসম্পর্ক সার্বিকভাবে ভীষণ নেতিবাচক। এই সম্পর্কের মারাত্মক অবনতির কারণে আমাদের লেখাপড়ার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। আমরা যারা সাধারণ ছাত্র তাঁরা প্রায় সময় শিক্ষকদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ মনে করি। তাই কোনরকমে নিয়মমাফিক ক্লাসে যাতায়াত করে একসময়ে সার্টিফিকেট নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে পারলেই বাঁচি। আমরা, মধ্যমমানের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা দেশ ও সমাজমানসের জন্যে জ্ঞানের জন্যে যে লেখাপড়ার, — সেই লেখাপড়ার জন্যে এখন আর আত্মিক টান অনুভব করি না। বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা ভালো ফলাফল করে তাদের অনেকেই শুধু ভালো নম্বর পাওয়া, প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া ইত্যাদির জন্যেই লেখাপড়া করে। কেননা মানুষ হিসেবে দায়বদ্ধতার কারণে যদি হত এই ভালো লেখাপড়া, তবে উত্তম ফলাফলকারী ছাত্র ছাত্রীদের দেশ ও জাতির জন্যে কিছু না কিছু করতে দেখা যেত।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের এই ভয়াবহ অবনতির দায়ভাগ কি কেবল দুর্বিনীত ছাত্রদের বা শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের? নাকি, দোষ চাপাবো ধ্বংসোন্মুখ সমাজ ব্যবস্থার কাঁধে? আমাদের কি কিছুই করার নেই?